করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৮

(১) এবার প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা খাবারের বিষয়ে আসা যাক: আমরা জানি যে, "আমাদের সকলের জ্ঞান আছে।" জ্ঞান মানুষকে ফুলিয়ে তোলে, কিন্তু মহব্বত মানুষকে গড়ে তোলে।

(২)কেউ যদি কোনোকিছু জানে বলে দাবি করে, তাহলে তার এখনো প্রয়োজনীয় জ্ঞান নেই; (৩)কিন্তু যে কেউ আল্লাহকে মহব্বত করে, আল্লাহ তাকে জানেন।

(৪)সুতরাং, প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা খাবার খাওয়ার বিষয়ে, আমরা জানি যে, "প্রকৃত অর্থে পৃথিবীতে প্রতিমার কোনো অস্তিত্বই নেই" এবং "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।" (৫)বস্তুত, যদিও আসমানে বা জমিনে তথাকথিত দেবতারা থাকতে পারে- বাস্তবিকই এই দেবতা ও প্রভুর সংখ্যাও অনেক- (৬)তবুও আমাদের জন্য আল্লাহ মাত্র একজনই আছেন; তিনিই প্রতিপালক; তাঁর কাছ থেকেই সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁর জন্য আমরা বেঁচে আছি। আর আমাদের নেতা মাত্র একজন, তিনি হযরত ইসা মসিহ, যাঁর মাধ্যমে দিয়ে সবকিছু হয়েছে এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা বেঁচে আছি।

(৭)যাহোক, এই জ্ঞান প্রত্যেকের নেই। যেহেতু এখনো পর্যন্ত কেউ কেউ প্রতিমা পুজোয় ভীষণভাবে অভ্যস্ত হয়ে আছে, সেহেতু এখনো তারা প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা খাবারকে প্রসাদ মনে করেই খায়; আর তাতে তাদের বিবেক দুর্বল বলে কলুষিত হয়। (৮)"খাবার আমাদেরকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যায় না।" খাবার না-খেলেও আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না, আবার খেলেও কোনো লাভ হয় না।

(৯)তবে সাবধান! তোমাদের এই স্বাধীনতা যেনো কোনোভাবে দুর্বলদের বাঁধার কারণ হয়ে না-দাঁড়ায়। (১০)অন্যেরা যদি তোমাদের মতো জ্ঞানীদেরকে পুজোমণ্ডপে বসে খেতে দেখে, তাহলে, তাদের নীতিচেতনা দুর্বল বলে, তারা কি প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা খাবার খেতে উৎসাহিত হবে না? (১১)সুতরাং, যে-দুর্বল ইমানদারদের জন্য মসিহ ইন্তেকাল করেছেন, তোমার জ্ঞানের দ্বারাই তারা ধ্বংস হলো।

(১২)এভাবে যখন তোমরা তোমাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে গুনাহ করো, এবং তাদের দুর্বল অনুভূতিতে আঘাত করো, তখন তোমরা তো আসলে মসিহের বিরুদ্ধেই গুনাহ করো। (১৩)সুতরাং, খাবার যদি তাদের পতনের কারণ হয়, তাহলে আমি আর কখনো মাংস খাবো না, যাতে আমি তাদের একজনেরও পতনের কারণ না-হই।